সমকাল

তারিখ 27 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

তাড়াশে আনন্দ স্কুলের উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে বসেছে

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদাসীনতা

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) : আনন্দ স্কুলে শিক্ষার্থীরা সমকাল

এম আতিকুল ইসলাম বুলবুল, তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) উপজেলায় ঝরেপড়া শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আনন্দ স্কুলের উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে বসেছে। স্কুলগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মনিটরিংয়ের অভাব, শিক্ষকদের স্কুল ফাঁকির প্রবণতা, শিক্ষার্থী উপস্থিত না হওয়া, পড়ার উপকরণ, পোশাক, খাতা-কলম, জাতীয় পতাকা, ব্লাক বোর্ড ও বেশিরভাগ স্কুলের সাইন বোর্ড না থাকায় প্রকল্প গ্রহণের ৮ মাসেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

২০১৩ সালের জুলাই মাসে তাড়াশ উপজেলার তালম, দেশীগ্রাম, মাওড়াবিনোদ, তাড়াশ, শঙনা, মাধাইনগর, বারুহাস ইউনিয়নে ঝরেপড়া প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ১৫ থেকে ২৫ জন সর্বোচ্চ ৩৫ শিক্ষার্থীর জন্য ১৮টি আনন্দ স্কুল স্থাপন করা হয়। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫ বছরের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এজন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা বেতনে প্রতি স্কুলে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পটি গ্রহণের ৮ মাসেও আনন্দ স্কুলগুলোতে পড়ালেখার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

স্কুল এলাকার একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও মনিটরিংয়ের অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। অথচ পাঠদানের সময়ের পরে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার কথা থাকলেও তেমনটি হচ্ছে না। রেজিষ্ট্রারে ছাত্রছাত্রীদের নাম থাকলেও প্রায় প্রতিটি স্কুলেই বাস্তবে উপস্থিতি হার কম। এমনকি স্কুলগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা প্রায়ই সময়মতো আসেন না। কোনো কোনো দিন তারা অনুপস্থিত থাকেন। কিন্তু এসব দেখার কেউ নেই।

সরেজমিন দেখা গেছে, বেশিরভাগ আনন্দ স্কুলেরই পাঠদানের কক্ষ নিম্নমানের। সেখানে শিক্ষার্থীদের পড়ার পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। অথচ প্রতি স্কুলের শ্রেণী কক্ষের ঘর বাবদ মাসিক ৪০০ টাকা ভাড়া দেওয়া হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ব্লাক বোর্ড, শিক্ষার উপকরণ এবং খাতা-কলম পৌঁছেনি। তাড়াশ দাসপাড়া আনন্দ স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীরা মাদুরের অভাবে চটের বস্তায় বসে ক্লাস করছে। ঘরটিরও বেহাল দশা। সেখানকার স্কুল শিক্ষক প্রীতি রানী সরকার জানান, সব শিক্ষার্থী শিক্ষা উপকরণ এখনও পায়নি। শিক্ষার্থীদের উপকরণের বরাদ্দের কিছু টাকা কেটে বেঞ্চ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। যদিও শিক্ষা উপকরণ কিনতে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ১২০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থে শিক্ষা উপকরণ কেনা শেষ হয়নি। কেনা হয়নি শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক। এ প্রসঙ্গে তাড়াশের ইউএনও শরীফ রায়হান কবির বলেন, ওই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী আশরাফুল ইসলাম আনন্দ স্কুলগুলো ঠিকমতো পরিদর্শন করেননি। তার উদাসীনতার কারণে স্কুলগুলোতে এখনও শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। তবে নতুন যোগদান করা প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ইতিমধ্যে পোশাক তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে তাড়াশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সোলায়মান হোসেন বলেন, আনন্দ স্কুলগুলো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য তারা কাজ করছেন। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, স্কুলগুলোর প্রতি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোনো কর্মকর্তাদের নজরদারি নেই। প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ফারজানা রবি সারাদিন উপজেলার বিভিন্ন অফিসে ঘুরে বেড়ালেও আনন্দ স্কুলগুলোর দিকে তার খেয়াল নেই। এ ব্যাপারে ফারজানা রবি সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে সংবাদটি পরিবেশন না করার কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সংবাদটি প্রকাশ হলে তাড়াশে আর আনন্দ স্কুল বাড়বে না, এতে তাড়াশের ক্ষতি হবে।'